শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার পাঁচালী

ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী লোকনাথের জয়। পাপী তাপী উদ্ধারিতে হলেন উদয়।।
আবির্ভূত হন বাবা কচুয়া গ্রামেতে।। জন্মিল লোকনাথ ঘোষাল গৃহেতে।।
পিতা রামকানাই ঘোষাল কমলাদেবী মাতা।। ধর্মপরায়ণা তিনি সতী পতিব্রতা।।
একাদশবর্ষ যবে লোকনাথ হলো। ভগবান গাঙ্গুলী তাঁরে সন্ন্যাস দীক্ষা দিল।।
গৃহত্যাগ করি আর ত্যজি পরিজন। গুরু সঙ্গে কালীঘাটে করে আগমন।।
বেণীমাধব বাল্যসাথী সঙ্গেতেই ছিল। শিষ্যদ্বয়ে গুরু নানা যোগ শিখাইল।।
তারপর আসে তাঁরা হিমাদ্রি শিখরে। দীর্ঘদিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে।।
তারপর গুরু সঙ্গে শিষ্য দুইজন। পৃথিবীর নানা দেশ করেন ভ্রমণ।।
বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ব জানিবার তরে। উপস্থিত হন মক্কামদিনা নগরে।।
কাবুলে আসিয়া মোল্লা সাদীর ভবনে। কোরাণ শরীফ পাঠ করেন যতনে।।
বিশ্ব পরিক্রমা শেষে বেণীমাধব সঙ্গেতে। উপস্থিত হন চন্দ্রনাথ পাহাড়েতে।।
দাবানল জ্বলে ওঠে বনের ভিতরে। অগ্নি থেকে রক্ষা করে বিজয় গোস্বামীরে।।
বেণীমাধব চলে যান কামাক্ষ্যা ধামেতে। বাবা নামে আসিলেন বারদী গ্রামেতে।।
বাবাকে প্রথমে কেহ চিনতে না পারে। পাগল বলিয়া সবে উপহাস করে।।
একদিন দু'ব্রাহ্মণের পৈতা জড়াইল। গায়ত্রী করিয়া বাবা তাহা খুলে দিল।।
চারিদিকে এই কথা প্রচার হইল। দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিতে লাগিল।।
অতঃপর আশ্রম হইল বারদীতে। বহুভক্ত শিষ্য সেথা লাগিল আসিতে।।
পাপী-তাপী, রোগী কত আসিল তথায়। সবার কষ্ট বাবা করে নিরাময়।।
শিষ্য আর ভক্তের বাবা বলেন একথা। আমাকে ঠাকুর রূপে পূজা করা বৃথা।।
শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে যেবা আমারে ডাকিবে। অবশ্যই সেই ভক্ত মোর সাড়া পাবে।।
আমি নেই এই কথা কোরনা মনেতে। ছিলাম, আছি, থাকবো সদা তোদের মাঝেতে।।
জলে স্থলে যখনই বিপদে পড়িবে। তখনই আমার কথা স্মরণ করিবে।।
এইরূপে লোকনাথ কত লীলা করে। কার সাধ্য সেই সব বর্ণিবারে পারে।।
১৬০ বৎসর বাবার বয়স হইল। মর্ত্যধাম ত্যাজিতে বাবার ইচ্ছা হলো।।
১২৯৭ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠেতে। দেহ ত্যাজি যান বাবা অমরলোকেতে।।
যার ঘরে বাবার চিত্র রাখিবে যতনে। অন্নকষ্ট থাকিবে না তাহার ভুবনে।।
রোগ শোক দুঃখ কষ্ট সব দূরে যাবে। পুত্র পৌত্র সহ সবে আনন্দে থাকিবে।।
বাবার পাঁচালী যেবা পড়ে কিংবা শুনে। পুণ্যবান সেই জন সদা রেখো মনে।।
কোনও মন্ত্র কোনও দীক্ষা নাই তাঁর নামে। তাঁর নামই মহামন্ত্র এই মর্ত্যধামে।।
যত বেশী তাঁর নাম উচ্চারিত হবে। মানব কল্যাণ তত অধিক হইবে।।

-: অথ মহাযোগী লোকনাথবাবার পাঁচালী সমাপ্ত :-